কারেন্ট ইস্যু

এক নজরে

অক্টোবর ২০০৯

১১

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ

৫১-৫১/এ, পুরানা পল্টন (৭ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৭২৩৬, মোবাইল : ০১৯১১৮৯৫২৩৬, ফ্যাক্স : ৭১৬৪৫৫১
ই-মেইল : info@currentissuebd.com currentissuebd@gmail.com

কারেন্ট ইস্যু

আমাকে রাখে সময়োপযোগী

www.currentissuebd.com

www.WaytoJannah.Com

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ

বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা ভাষা উদ্ভবের ক্রমধারা হলো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী > শতম > আর্য > ভারতিক > প্রাচীন ভারতীয় আর্য > প্রাচীন ভারতীয় কথ্য আর্য/আদিম প্রাকৃত > প্রাচীন প্রাচ্য > মাগধী প্রাকৃত/গৌড়ী প্রাকৃত** > মাগধী অপভ্রংশ/গৌড় অপভ্রংশ > বাংলা ** ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে। তবে প্রথম মতামতটি বেশিরভাগ পণ্ডিতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

বাংলা লিপি

ভারতীয় সমস্ত লিপিরই আদি জননী ব্রাহ্মী লিপি। বাংলা লিপি এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপি থেকে তিনটি লিপির সৃষ্টি হয়। এই তিনটি লিপি হচ্ছে পশ্চিমা লিপি, মধ্য ভারতীয় লিপি ও পূর্বী লিপি। ভারতের এই পূর্বী লিপির কুটিল রূপ থেকেই উদ্ভব হয়েছে বাংলা লিপির। খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই পূর্বী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

কালভেদে বাংলা সাহিত্যকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো :

১. প্রাচীন যুগ (৬৫০/৯৫০ খ্রিস্টাব্দ-১২০০ খ্রিস্টাব্দ**)।

২. মধ্যযুগ (১২০১ খ্রিস্টাব্দ-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)।

৩. আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রিস্টাব্দ-বর্তমান সময়)।

রোমান্টিক কাব্যধারায় উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যগ্রন্থ

কাল	কবি	কাব্য
পনের শতক	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জুলেখা
ষোল শতক	দৌলত উজির বাহরাম খান	লাইলী মজনু
ষোল শতক	মুহম্মদ কবীর	মধুমালতী
ষোল শতক	সাবিরিদ খান	হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর
ষোল শতক	দোনাগাজী চৌধুরী	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান

www.WaytoJannah.Com

* এছাড়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ তুর্কি আক্রমণে বঙ্গীয়সমাজ ও জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ায় এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের লিখিত কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে কোনো কোনো সাহিত্যিকের মতে, এ সময় উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য পাওয়া না গেলেও 'শূন্যপুরাণ', 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', 'সেক শুভোদয়া'র মতো কিছু অপ্রধান সাহিত্য সে সময় রচিত হয়েছিল। তাই তারা এ সময়কে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে মেনে নিতে চান না।

* বাংলা সাহিত্যে ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত সময়কে 'যুগ সন্ধিকাল' বলে। এ সময়ে হিন্দু কবিয়ালদের সঙ্গে মুসলিম শায়েরদের আবির্ভাব ঘটে। যারা বাংলা-হিন্দি-উর্দু মিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের ভাষায় কবিগান রচনা করতেন।

** বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদ। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 'চর্যাপদ' থেকে শুরু। কিন্তু 'চর্যাপদ'-এর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেননি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'চর্যাপদ'-এর রচনাকাল ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অপরপক্ষে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'চর্যাপদ'-এর রচনাকাল ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাই প্রাচীন যুগের শুরুর সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েই গেছে।

প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ

● **প্রাপ্তির ইতিহাস :**

১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলো একত্র করে ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে একমাত্র চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ই বা চর্যাপদ প্রাচীন বাংলায় লেখা; অন্য তিনটি বাংলায় নয়, অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।

● **বিষয়বস্তু :**

চর্যাপদ গানের সঙ্কলন। এর বিষয়বস্তু হলো সাধনভোজনের তত্ত্ব। এটি রচনা করেন বৌদ্ধ সহজিয়াগণ। এরা সহজ পন্থায় সাধনা করত বলে এদেরকে সহজিয়া বলা হয়।

www.WaytoJannah.Com

● **কবি ও পদ সংখ্যা :**

চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৩ মতান্তর ২৪ জন। সুকুমার সেন তার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্গস' গ্রন্থে ২৩ জন কবির নাম পাওয়া যায়। তবে ২৪ জনের পক্ষেই অধিকাংশ পণ্ডিত মত দিয়েছেন। চর্যাপদের পদের সংখ্যা ৫১টি, অবশ্য এটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে। আর সুকুমার সেনের মতে ৫০টি। চর্যাপদের প্রথম পদটি রচনা করেন লুইপা। কবিরা পদ (কবিতা) রচনা করতেন বলে তাদেরকে সম্মান করে 'পাদ' বলা হত। এই পাদ পরে পা হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে প্রত্যেক কবির নামের শেষে যুক্ত হয়েছে। যেমন–কাহ্নপা, লুইপা ইত্যাদি। চর্যাপদের ২৪ (কাহ্নপা), ২৫ (তন্ত্রীপা) ও ৪৮ (কুক্কুরীপা রচিত) নং পদ পাওয়া যায়নি। আর ২৩ নং পদটির অর্ধেক পাওয়া গেছে। তাই পুঁথিতে সর্বমোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে। চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা (১৩টি)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ লেখেন ভুসুকুপা (৮টি)। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য পদকর্তাগণ হচ্ছেন সরহপা, লুইপা, শবরপা, শান্তিপা, কুক্কুরীপা। যে সমস্ত কবিদের বাঙালি বলে ধারণা করা হয় তারা হচ্ছেন- লুইপা, কুক্কুরীপা, বিরুপা, ডোম্বীপা, শবরপা, ধর্মপা ও জয়ন্দীপা।

● **চর্যাপদের ভাষা :**

চর্যাপদের ভাষা মূলত প্রাচীন বাংলা। তবে হিন্দি, অপভ্রংশ তথা মৈথিলী, অসমীয়া ও উড়িয়া ভাষারও প্রভাব এতে দেখা যায়। চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ সান্ধ্য ভাষা বলেছেন। কারণ এর ভাব ও ভাষা কোথাও স্পষ্ট কোথাও বা অস্পষ্ট। পদগুলো প্রধানত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা।

রোমান্টিক কাব্যধারায় উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যগ্রন্থ

কাল	কবি	কাব্য
সতের শতক	কাজী দৌলত	সতীময়না-লোরচন্দ্রানী
সতের শতক	আলাওল	পদ্মাবতী, সপ্তপয়কর
সতের শতক	কোরেশী মাগন ঠাকুর	চন্দ্রাবতী
সতের শতক	আবদুল হাকিম	লালমতী সয়ফুলমুলুক
সতের শতক	নওয়াজিস খান	গুল-ই-বকাওলী

www.WaytoJannah.Com

চর্যাপদ যে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত এ কথা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

● **চর্যার রচনাকাল :**

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সুনীতিকুমার চট্টাপাধ্যায়ের মতে- চর্যাপদের রচনাকাল ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সুকুমার সেনসহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব পণ্ডিতই সুনীতিকুমারের মতামতকে সমর্থন করেছেন।

যুগভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন যুগে বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিলো ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক, ধর্ম কেন্দ্রিক নয়। মধ্যযুগে ধর্মটাই মুখ্য হলো, মানুষ হয়ে পড়ল গৌণ। আর আধুনিক যুগে মানুষ মুখ্য হলো এবং মানবতাই একমাত্র কাম্য হয়ে উঠল, সেই সাথে যোগ হলো অন্ধবিশ্বাসের বদলে যুক্তিশীলতা। বিশেষ করে নারী স্বাধীনতা আধুনিক যুগের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগ ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয়ে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্ধকার যুগ বা বন্ধ্যা যুগ এ যুগের অন্তর্ভুক্ত হলেও মধ্যযুগের সূত্রপাত ১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধরা হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। মধ্যযুগের সমস্ত বাংলা সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

এক. মৌলিক রচনা– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, জীবনীসাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি।

দুই. অনুবাদ সাহিত্য– অনুবাদ সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-

ক. সংস্কৃত থেকে অনূদিত-রামায়ণ, মহাভারত, ভগবত ইত্যাদি।

খ. আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষায় অনূদিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো।

● **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ কাব্যটি যিনি রচনা করেন, তার নাম বড়ু চণ্ডীদাস। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গের বাকুঁড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করেন শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুঁথিতে প্রাপ্ত

www.WaytoJannah.Com

একটি চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। বাংলা ভাষায় কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ এটি। এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র তিনটি-কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মোট ১৩টি খণ্ড আছে। খণ্ডগুলো হলো– জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড ও বিরহ খণ্ড। মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি জীবকুলের আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

● **বৈষ্ণব পদাবলী**

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান নিদর্শন 'বৈষ্ণব পদাবলী'। পদ বা পদাবলী বলতে বুঝায় বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গুঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি। পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। মধ্যযুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল 'বৈষ্ণব পদাবলী'। বৈষ্ণব সাহিত্য তিন প্রকার। যথা– জীবনীকাব্য, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পদাবলী। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে রাধা-কৃষ্ণ তাদের প্রেমলীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপকে উপস্থিত করেন। বৈষ্ণব কবিতার কথা উঠলেই যাদের কথা আসে তারা হচ্ছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস। বৈষ্ণব কবিতার তারা চার মহাকবি।

● **বিদ্যাপতি**

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিংহ তাকে কবিকণ্ঠহার উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি বইয়ের নাম- পুরুষ পরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার। বাঙালি না হয়েও অথবা বাংলায় একটি শব্দ রচনা না করেও তিনি বাঙালি শ্রদ্ধেয় কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলী রচনা করেছেন। ব্রজবুলি ভাষা মূলত মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রণে এক মধুর সাহিত্যিক ভাষা। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী' ব্রজবুলির ঢঙেই

রোমান্টিক কাব্যধারায় উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যগ্রন্থ

কাল	কবি	কাব্য
সতের শতক	মঙ্গল চাঁদ	শাহজালাল-মধুমালা
সতের শতক	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	জেবলমুলুক শামারোখ
আঠার শতক	মুহম্মদ মুকীম	মৃগাবতী
আঠার শতক	শেখ সাদী	গদামলিকা

www.WaytoJannah.Com

রচিত হয়েছে। বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' ও 'মিথিলার কোকিল' বলেও আখ্যা দেয়া হয়।

● **চণ্ডীদাস**

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদেব যার পদাবলী শুনে মোহিত হতেন তিনি এ চণ্ডীদাস। তাঁর পদের বিখ্যাত লাইন-

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

● **চণ্ডীদাস সমস্যা :**

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তিনজন বা ততোধিক চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কবির নাম ব্যবহার করে কেউ কেউ বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন, ফলে পদাবলী সাহিত্যে এ ধরনের সমস্যা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া এই কবিদের সঠিক জন্মস্থান, জন্ম তারিখ, সাহিত্যকর্ম নিয়ে যে মতবিরোধ ও অস্পষ্টতা তাই চণ্ডীদাস সমস্যা রূপে বিবেচিত।

● **জ্ঞানদাস :**

সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করে তার সঙ্গে নিজের মৌলিক প্রতিভার সমন্বয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনার মাধ্যমে মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেম-বেদনার কথাই ব্যক্ত করেছেন।

● **গোবিন্দদাস :**

বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিদ্যাপতির অলঙ্কার এবং চিত্রকল্প তাকে মুগ্ধ করেছিল। গোবিন্দদাসও মহান কবি, তার কল্পনা মোহকর। তিনি কল্পনাকে চমৎকার অলংকার পরিয়ে দেন।

জীবনী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তার কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতন্য জীবনের কাহিনীতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তার শিষ্যরা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং এ ধরনের বাস্তব কাহিনী নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তি না লিখলেও যার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে তিনি হলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

www.WaytoJannah.Com

জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি ও সকলের অধিকার প্রচার করায় তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য যুগ বলতে বুঝায় ১৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী হলো কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' (১৬১৫)।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য হচ্ছে মধ্যযুগের উপন্যাস। এ কাব্যগুলোতে কবিরা অনেক বড় বড় কাহিনী বলেছেন। দেবতাদের কাছে মঙ্গল কামনা করে এ কাব্যগুলো রচিত হয়েছে বলে এগুলোর নাম মঙ্গলকাব্য। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যগুলো হচ্ছে-মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি।

ক. মনসামঙ্গল :

সাপের দেবী মনসার পূজা, তুষ্টি ও গুণকীর্তনের জন্য লিখিত বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস মনসামঙ্গল সম্বন্ধেই প্রাচীনতম অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কাব্যের কাহিনী বাংলার আদিম লোকসমাজে প্রচলিত সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। কানা হরিদত্তকে মনসামঙ্গলের আদি কবি হিসেবে মনে করা হয়। মনসামঙ্গল কাব্যগুলোকে পদ্মপুরাণ নামে অভিহিত করা হয়। মনসামঙ্গলের দুই সেরা কবি বিজয়গুপ্ত এবং দ্বিজ বংশীদাস। বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা বিজয় গুপ্ত। তার জন্ম বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। এছাড়া মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবিরা হচ্ছেন বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রমুখ। ৬২ জন কবির সন্ধান পাওয়া যায় এ কাব্যে।

বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য

ভাষা	অনুবাদ গ্রন্থ	লেখক	মূল গ্রন্থ/উৎস
সংস্কৃত পৌরাণিক কাব্য	রামায়ণ	কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী প্রমুখ	বাল্মীকি রচিত রামায়ণ
	মহাভারত	শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কাশীরাম দাস প্রমুখ	বেদব্যাস রচিত মহাভারত
	ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)	মালাধর বসু	ভাগবত পুরাণ (বাসদেবকৃত)
আরবি ধর্মীয় গ্রন্থ	নবীবংশ	সৈয়দ সুলতান	কিসাসুল আম্বিয়া (স'লাবা বিরচিত)
ফারসি প্রেমাখ্যান	ইউসুফ-জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ	ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (জামীকৃত)
	লাইলী-মজনু	দৌলত উজীর বাহরাম খান	লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামীকৃত)
	হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	(অজ্ঞাত)
সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান		দোনাগাজী চৌধুরী, আলাওল	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা

www.WaytoJannah.Com

খ. চণ্ডীমঙ্গল :
চণ্ডী দেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এ দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। জমিদার রঘুনাথের সভাসদরূপে থাকাকালীন তার নির্দেশে মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথ কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন। 'কালকেতু উপাখ্যান' কবি মুকুন্দরামের সবেচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনীকাব্য।

গ. অন্নদামঙ্গল :
চণ্ডী ও অন্নদা অভিন্ন একই দেবীর দুই নাম। অন্নদামঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ কবি। মধ্যযুগের এ কবি ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে উপাধি দিয়েছিলেন 'রায়গুণাকর'। ভারতচন্দ্রের রচিত একটি বিখ্যাত লাইন-'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' উক্তিটি করেছিলেন ঈশ্বরী পাটনি।

ঘ. ধর্মমঙ্গল :
ধর্মঠাকুর নামে কোনো এক পুরুষ দেবতার পূজা হিন্দু সমাজের নিচু স্তরের লোকদের মধ্যে বিশেষত ডোম সমাজে প্রচলিত রয়েছে। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার সূত্রপাত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল ধারার আদি কবি ময়ুর ভট্ট। ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবিরা হচ্ছেন- মানিকরাম, সীতারাম, ঘনরাম প্রমুখ।

অনুবাদ সাহিত্য

অনুবাদ সাহিত্যকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একটি হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য থেকে অনুবাদ করা সাহিত্য। অন্যটি আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষার সাহিত্য থেকে অনুবাদ।

বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য

ভাষা	অনুবাদ গ্রন্থ	লেখক	মূল গ্রন্থ/উৎস
	সপ্ত পয়কর	আলাওল	হফত পয়কর (নিজামীকৃত)
	সিকান্দারনামা	আলাওল	সিকান্দারনামা (নিজামীকৃত)
	তুলে বকাওলী	নওয়াজিস খান, মুহম্মদ মুকীম	তাজুলমুলক্ গুল-ই-বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহকৃত)
হিন্দি প্রেমাখ্যান	সতীময়না লোরচন্দ্রানী	কাজী দৌলত, আলাওল	মৈনাসত (সাধনকৃত)
	পদ্মাবতী	আলাওল	পদুমাবত (মালিক মুহম্মদ জায়সীকৃত)
	মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা	মধুমালত (মনঝনকৃত)

www.WaytoJannah.Com

এক. পৃথিবীতে ৪টি জাত মহাকাব্য রয়েছে। যথা– রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডেসি। মুসলমান সম্রাটদের উৎসাহে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। মূল রামায়ণের রচয়িতা হচ্ছেন বাল্মীকি এবং মূল মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস। রামায়ণের প্রথম অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা। প্রথম মহিলা কবি হিসেবে চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাসই রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কৃত্তিবাসকে প্রেরণা, উৎসাহ ও সাহায্য করেছিলেন রুকনুদ্দিন (১৪৫৯-৭৪)। প্রায় ৫০ জন অনুবাদক রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ভবানীদাস, জগৎরাম রায়, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ। মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তিনি হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের অনুপ্রেরণায় প্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস। মহাভারতের আরো কয়েকজন অনুবাদকের নাম শ্রীকর নন্দী, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী, রাজীব সেন, রামনারায়ণ দত্ত, রাজেন্দ্র দাস প্রমুখ।

হিন্দুধর্মের একটি পবিত্র বই 'ভাগবত' অনুবাদ করেছিলেন মালাধর বসু। বইটির অন্য নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

দুই. আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষা থেকে যে সমস্ত সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল সেগুলোকে সাধারণত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান নাম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান অনূদিত হয়েছিল মিয়ানমারের আরাকান রাজসভায়। তাই এ অনুবাদ সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের

কবি পরিচিতি

আব্দুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)

জন্ম : সন্দীপ, সুধারাম।

কাব্যগ্রন্থ : ইউসুফ জোলেখা, নূরনামা, দুররে মজলিশ, লালমতি সয়ফয়মুলুক ও হানিফার লড়াই।

নূরনামা কব্যে লিখিত কবির বিখ্যাত উক্তি : যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।

শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ

জন্ম : হুগলির হাফিজপুর গ্রামে বালিয়া পরগণায় (১৮ শতকের মধ্যভাগে)।

কাব্যগ্রন্থ : আমীর হামজা, সোনাভান, জঙ্গনামা, সত্যপীরের পুঁথি ও ইউসুফ জোলেখা।

www.WaytoJannah.Com

ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য ছেড়ে এ কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলমান কবির নাম শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেন। কাব্যের নাম 'ইউসুফ-জুলেখা'। হানিফা ও কয়রা পরীর গল্প লিখেছেন সাবিরিদ খান। লাইলি-মজনুর প্রণয়ের কথা বলেছেন বাহরাম খান। মনোহর-মধুমালতী কাহিনী লিখেছেন কবি মুহম্মদ কবীর। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে চমৎকার বই লিখেছেন সাবিরিদ খান। আফজাল আলী লিখেছিলেন নসিহতনামা নামে একটি কাব্য। সৈয়দ সুলতান লিখেছিলেন নবীবংশ, রসুলবিজয়, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ ইত্যাদি কাব্য। মধ্যযুগের অন্যতম কবি আবদুল হাকিম। তিনি মুসলমান কবিদের বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন আমাদের কাছে। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে- ইউসুফ-জুলেখা, নূরনামা, কারবালা, শহরনামা। নূরনামা কাব্যের দুটি বিখ্যাত লাইন-

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।

কবি হাজি মুহম্মদের একটি কাব্য পাওয়া যায়, যার নাম নুরজামাল। কবি মুহম্মদ খানের উল্লেখযোগ্য দুটি কাব্যের নাম: সত্যকলি-বিবাদসংবাদ, হানিফার লড়াই।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে 'রেসাং' বা 'রোসাঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এর অবস্থান ছিল। আরাকান রাজসভায় স্থান পেয়েছিলেন বাংলা ভাষার কয়েকজন কবি। তাদের মধ্যে আছেন- আলাওল, কাজি দৌলত, মাগন ঠাকুর। এ কবি তিনজনের সবাই সপ্তদশ শতকের মানুষ।

কবি পরিচিতি

আলাওল (১৬০৭-১৬৮০)

জন্ম : জোবরা গ্রাম, হাটহাজারি, চট্টগ্রাম; মতান্তরে ফতোয়াবাদ পরগণা, ফরিদপুর।

কাব্যগ্রন্থ : পদ্মাবতী (১৬৪৮), সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান (১৬৬৯), হপ্ত পয়কর (১৬৬৫), সিকান্দরনামা (১৬৭৩), তোহ্‌ফা বা তত্ত্বোপদেশ (১৬৬৪), রাগতালনামা এবং দৌলত কাজীর অসমাপ্ত গ্রন্থ সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী (১৬৫৯)।

www.WaytoJannah.Com

কাজী দৌলত লিখেছিলেন সতীময়না বা লোরচন্দ্রানী, তবে কাব্যটি তিনি শেষ করতে পারেননি; শেষ করেছিলেন আলাওল।
আলাওল ছিলেন আরাকানের রাজসভার আশীর্বাদপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, তিনি মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম 'পদ্মাবতী' (১৯৪৮)। এটি বিখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির 'পদুমাবত'-এর কাব্যানুবাদ।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বলতে সাধারণত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত গীতিকা, উপকথা, কাহিনী, লোকগান, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, ছড়া প্রভৃতিকে বোঝায়। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া এবং ধাঁধাঁ।

নাথ সাহিত্য :

মধ্যযুগে শিব উপাসক নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাহিত্যই নাথ সাহিত্য নামে পরিচিত।

পুঁথি সাহিত্য :

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যেসব কাব্য রচিত হয়েছিলো তা পুঁথি সাহিত্য নামে পরিচিত।

মার্সিয়া সাহিত্য :

কারবালা ও ইসলামী বিয়োগান্তক কাহিনী নিয়ে মূলত মুসলমানদের রচিত সাহিত্যই মার্সিয়া সাহিত্য।

লোকগান :

লোকসমাজের মুখে মুখে যে গান চলে এসেছে। বিশেষ বিশেষ ভাব অবলম্বনে এই শ্রেণীর গান রচিত। 'হারামণি' প্রাচীন লোকগীতি সংকলন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

গীতিকা :

এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলা সাহিত্যে গীতিকা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ

কবি পরিচিতি

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)

জন্ম : পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার পাণ্ডুয়া গ্রামে।

কাব্যগ্রন্থ : অন্নদামঙ্গল কাব্য (১৭৫২-৫৩), সত্য পীরের পাঁচালী (১৭৩৭-৩৮)।

তথ্য : মধ্যযুগের শেষ ও শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" এ বিখ্যাত উক্তিটি লিখেছিলেন এবং ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রের মুখ দিয়ে একথা বলিয়েছিলেন।

সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮)

জন্ম : চট্টগ্রামের পটিয়ায়।

কাব্যগ্রন্থ : নবীবংশ, জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানচৌতিশা।

তথ্য : নবীবংশ গ্রন্থটি ১৫৮৪ সালে রচিত। দুই খণ্ডে রচিত এটি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনীকাব্য। নবীবংশ পারসি কাব্য কাসাসুল আম্বিয়ার অনুসরণে রচিত। নবীবংশের দ্বিতীয় খণ্ডের নাম রসুল চরিত।

www.WaytoJannah.Com

থেকে সংগৃহীত লোকগীতিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

নাথগীতিকা :

স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন রংপুর জেলায় মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন।

মৈমনসিংহ গীতিকা :

বৃহত্তম ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর, বিল, নদ-নদী প্লাবিত ভাটি অঞ্চলে যে গীতিকা বিকশিত হয়েছিল তা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে পরিচিত। গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে। গীতিকাগুলো সম্পাদনা করে মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২০) নামে প্রকাশ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এ সকল গীতিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা, কাজল রেখা, কেনারামের পালা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন লোকসাহিত্যমে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা :

পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে পরিচিত গীতিকাগুলোর কিছু পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। ড. দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে সম্পাদনা করেন।

কাহিনী :

রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথা সংগ্রহের নাম- ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম টুনটুনির বই।

বাংলা গদ্যের উন্মেষপর্ব ও আধুনিক যুগ

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য ছিল সংকীর্ণ; সবগুলো শাখা বিকশিত হয়নি তাতে। আধুনিক যুগে বিকশিত হয় সব শাখা, বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ সাহিত্য। মানুষ চিন্তা-চেতনায় হয়ে ওঠে আধুনিক, যাতে সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদেশীদের অবদান অসামান্য। আঠারো শতকেই বিদেশীরা মন দিয়ে বাংলা গদ্য লেখা শুরু করেছিলেন। এ বিদেশীরা ছিলেন পর্তুগিজ। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে তিনটি বাংলা গদ্যে লেখা বই মুদ্রিত হয়। বইগুলো যদিও বাংলায় লেখা, কিন্তু এগুলো ছাপা হয়েছিল রোমান অক্ষরে। বই তিনটির একটির লেখক দোম আনতোনিও। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার ভূষণা অঞ্চলের জমিদারপুত্র। তার বইয়ের নাম 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। অপর বই দুটির লেখক পাদ্রি মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ। তার একটি বইয়ের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং অপর বইয়ের নাম 'বাংলা-পর্তুগিজ অভিধান'। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে শ্রীরামপুর মিশন যে ভূমিকা রেখেছিল তা অস্বীকার করার নয়। এ মিশনটির মূল কাজ ছিল খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করা। এ কাজ করতে গিয়ে তারা বাইবেল ও আনুষঙ্গিক অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করেন এবং বাংলা গদ্যের বিবর্তনে ভূমিকা রাখেন। ১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন ডেনিশদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে আসে। মুদ্রণ উপযোগী বাংলা অক্ষর এখানেই তৈরি হয়। 'মথী রচিত মিশন সমাচর' শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

www.WaytoJannah.Com